



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ তলা)
১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জুলাই ২০১৩

নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৭/১৪৮/প্রশাসন/-----বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এ নিম্নোক্ত সংশোধন করিল, যথাঃ-

উপরিউক্ত বিধিমালায়,-

১। বিধি ৬৬ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

“৬৬। লভ্যাংশ বিতরণ ও উহার সীমা।- প্রত্যেক মিউচুয়াল ফান্ড উহার বার্ষিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর প্রতিটি স্কীমের বিপরীতে উক্ত স্কীমের ইউনিট মালিকগণের মধ্যে এই বিধিমালার আলোকে ও ট্রাস্টির মতামত সাপেক্ষে নগদ লভ্যাংশ অথবা রি-ইনভেস্টমেন্ট অথবা উভয় অপশন বিতরণের ঘোষণা করিবে যাহার পরিমাণ উক্ত স্কীমের বার্ষিক লাভের শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) এর কম হইবে না। উল্লেখ্য, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধনকৃত সকল মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড এর ক্ষেত্রে অত্র বিধি/বিধান প্রযোজ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীমের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে শুরুতেই বিনিয়োগকারীদের সম্পূর্ণরূপে জানানো হইয়াছিল উহাদের ক্ষেত্রে উক্ত লভ্যাংশ প্রদানের হার বার্ষিক লাভের অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) এর কম হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইউনিট মালিকগণের নিকট বিতরণপূর্বক এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে কমিশন, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।”।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন

চেয়ারম্যান।